ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৪৭৯
আগরতলা,০৬ মার্চ,২০১৯

রাধানগর মার্কেট কমপ্লেক্সের উদ্বোধন
বেকারদের স্বরোজগারি করার বিভিন্ন উদ্যোগ
নিয়েছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের ১ লক্ষ ১৬ হাজার ১২৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলা রাধানগর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নবনির্মিত দ্বিতল রাধানগর মার্কেট কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, বিগত দিনে স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলে কোনও কিছু আছে বলে রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের জানা ছিলো না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে এই স্কিল ডেভেলপমেন্টের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য পৃথক একটি মন্ত্রণালয় খোলা হয়েছে। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী যেমন ডোনার মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন তেমনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সার্বিক বিকাশের কথা চিন্তা করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী রাজ্য অর্থাৎ ধনবান এবং স্বনির্ভর রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত ২৫ বছরে রাজ্যের মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য কোনও প্রকার প্রকল্প নেওয়া হয়নি। ২০১৪ সালে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প নেওয়া হলেও ত্রিপুরা রাজ্যে তা কার্যকরী হয়ে উঠেনি। তিনি বলেন, স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য যে ধরণের দক্ষতা প্রয়োজন বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরার মানুষদের সেই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ত্রিপুরার ম্যানুফেকচারিং ইউনিটগুলির জন্য যে দক্ষ কারিগর প্রয়োজন সেই ধরনের কারিগর গড়ে তোলা হবে। এই লক্ষ্যেই রাজ্যে টুল রুম এবং ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়েছে। আই টি আই প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েরা যাতে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং-এর সুবিধা নিতে পারে তার জন্য রাজ্যে টুল রুম এবং ট্রেনিং সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েরা প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং নিয়ে নিজের শিল্প ইউনিট খুলতে পারবে। বিগত দিনে আই টি আই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েরা ঋণ নিয়ে নিজস্ব ইউনিট খুলতো। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণের অভাব থাকার জন্য সেই ইউনিটগুলি কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যেতো।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গাঁজার পরিবর্তে ফুল ও ফলের বাগিচা করার উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের প্রধান প্রধান রাস্তার দু'ধারে ফুল ও ফলের গাছ লাগানো হবে। রাস্তার পাশে যেসব পরিবার বসবাস করে তারা এই ফুল ও ফল গাছের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। এইজন্য তাদের মাসে ২০০ টাকা করে দেওয়া হবে।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা হবে একমাত্র রাজ্য যেখানে এতো ফুল ও ফলের সমারোহ ঘটবে। বাইরের পর্যটকদেরও রাজ্যের এই নির্মল পরিবেশ আকৃষ্ট করবে। ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রোজগার করার জন্য আয়ের উৎস হিসেবে সরকারি চাকরির পাশাপাশি বেকারদের স্বরোজগারি করার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, কোনও ব্যক্তির মানসিকতার মধ্য দিয়ে তাকে দরিদ্র কিংবা ধনী বলে চিহ্নিত করা যায়। কোনও ব্যক্তির মধ্যে যদি উদ্যম ও নিষ্ঠা থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত কিংবা ধনী হয়ে উঠতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নরেন্দ্র মোদিই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি সমান কিস্তিতে বছরে ৬ হাজার টাকা করে পৌঁছে দেওয়ার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের কৃষকরাও উপকৃত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, এটা একটা আনন্দের দিন। বহুদিনের কাঙ্খিত আশা আজ এই শপিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধনের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। তিনি বলেন, আগরতলা শহরের পরিধি এবং ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগরতলা শহরের সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে। সেই সাথে আগরতলা পুর নিগম এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ড. শৈলেশ কুমার যাদব। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্তে, নগর উন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার ধ্রুব চক্রবর্তী, রাধানগর মোটরস্ট্যান্ড সোসাইটির চেয়ারম্যান হীরালাল দেবনাথ।

উল্লেখ্য, রাধানগর দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্সের জন্য ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের এস ডি এস প্রকল্প এবং চতুর্দশ অর্থ কমিশন থেকে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। নগর উন্নয়ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা এই শপিং কমপ্লেক্সটির কাজ রূপায়ণ করে। এই মার্কেট কমপ্লেক্সে ৮০টি স্টল রয়েছে।

*****